



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ৮ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla
ISSUE-14 25th October 2026 ◆ Sunday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year

WhatsApp payment details : 8721838313
info@krctimes.org

শ্রীভূমিতে বিহু শিল্পীদের ওপর হামলার নিন্দা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির

শিলচর : শ্রীভূমির করিমগঞ্জে বিহু নৃত্যশিল্পীদের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি। সংগঠনটি ঘটনটিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে না দেখে স্থানীয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সমিতি জানায়, বিহু নৃত্য ও সংগীত সমগ্র অসমবাসীর গর্ব। বরাক উপত্যকার মিশ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দুর্গাপূজায়ও অসমিয়া সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সংগঠনের সভাপতি সুনীল রায়ের বিবৃতিতে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের আইন অনুযায়ী শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, ঘটনটিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী ও সংবাদমাধ্যমের প্রতি আবেদন জানিয়েছে সমিতি।

‘মমতাকে খালি বাটি হাতে ফেরাব’, হলদিয়ায় পুরভোটের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন শুভেন্দু

কলকাতা : আসন্ন হলদিয়া পুরসভা নির্বাচনে ৩০টি আসনেই জয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়ে দলীয় কর্মীদের বাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার তমলুক সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির নতুন দলীয় কার্যালয়ের ভূমিপূজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, তবুইনি করতে দেব না। লিখে রাখুন আমার নাম করে। জনগণ আমার সঙ্গে আছে।

হলদিয়া পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, জেলার সমস্ত কর্মীকে একজোট হয়ে লড়াইয়ে নামতে হবে। তাঁর কথায়, ৩০টি আসনেই তৃণমূলকে শূন্য করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘খালি বাটি হাতে’



ফেরাতে হবে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের শাসনে রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আগামী দিনে সেই ক্ষতি আটকাতেই বিজেপিকে জেতাতে হবে। তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, একসময় জয়ী বিধায়ক ও সাংসদদের ধরে রাখতে

পারেননি তৃণমূল নেত্রী। সেই ব্যর্থতার দায় বিজেপির নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য উল্লেখ করে শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, ফিরহাদ কি বিজেপির নেতা বা মুখপাত্র? তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সামলানোর পর বিজেপিকে আক্রমণ করার পরামর্শ দেন তিনি।

শুভেন্দুর দাবি, আগামী নির্বাচনে রাজ্যে ৬০ শতাংশের বেশি ভোট পাবে বিজেপি। হলদিয়া পুরসভাকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদের এই বার্তা রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ৩০টি আসনের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ভোটদারদের রায়ই নির্ধারণ করবে পুরসভার নিয়ন্ত্রণ কার হাতে যাবে।

চলচিত্র ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উত্তর-পূর্বের সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবির পুরস্কার ‘টয় গান’-এর

ইম্ফল : সংঘাতের মানসিক ক্ষত ও পারিবারিক জীবনে তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তুলে ধরে জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেল মণিপুরি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি ‘টয় গান’। পরিচালক থিংনাম পরশুরামের এই ছবি দশম চলচিত্রম ন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-এ উত্তর-পূর্ব ভারতের সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্রের পুরস্কার জিতেছে। রবিবার অসমের কাহিলিপাড়ার জ্যোতি চিত্রবন ফিল্ম স্টুডিওতে শেষ হয় দুদিনের উৎসব।

১৪ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের ছবিটি পরশুরামের প্রথম পরিচালিত কাজ। ছবির কেন্দ্রে এক বিধবা মা ও তাঁর ছোট ছেলে। শিশুটি খেলনা বন্দুক চাইলে মায়ের মনে ফিরে আসে বাস্তব হিংসার যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি। এর মধ্য দিয়ে সংঘাতের মানসিক অভিঘাত তুলে ধরা হয়েছে।

খো ওমেশ্বরীর প্রযোজনায় ছবিটিতে অভিনয় করেছেন লেইশাংথেম টোনথোই, থিংনাম পরিহানবা ও ইরেংবাম প্রেমানন্দ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন আখু চিংগাংবাম।

এর আগে ২০২৬ সালের মার্চে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা নন-ফিচার ছবির পুরস্কার পায় ‘টয় গান’। ২০২৫ সালের হায়দরাবাদ ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও ছবিটি প্রথম রানার-আপ হয়। বেঙ্গালুরু ও কেরলের চলচ্চিত্র উৎসবেও নির্বাচিত হয় ছবিটি।

গুয়াহাটিতে আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব শুরু, উদ্বোধন আটটি ডিজিটাল অ্যাপের

গুয়াহাটি : ভারত, পোল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও আমেরিকার নাট্যদলকে নিয়ে গুয়াহাটিতে শুরু হয়েছে চতুর্থ ভুল্লুং-ভুথুর আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০২৬। পাঁচ দিনের এই উৎসব ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত



চলবে। নাট্যপ্রযোজনা, কর্মশালা ও বই প্রকাশের পাশাপাশি নাট্যচর্চা ও গবেষণার জন্য আটটি বিনামূল্যের ডিজিটাল অ্যাপ উদ্বোধন এবারের অন্যতম আকর্ষণ।

শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের শ্রীশ্রী মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে আঞ্চলিক ত্রিইয়োটভ লাইন ও বোদোসা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত উৎসবের পরিচালনায় রয়েছেন ড. মৃণালজ্যোতি গোস্বামী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পোল্যান্ডের অভিনেতা ও পরিচালক ক্রিশটোফ রোগেভিচ উৎসবের স্মারকগ্রন্থ ‘থিয়েটার মোজাইক ২০২৬’ প্রকাশ করেন।

এ ছাড়া অসমিয়া নাটক ও নাট্যঐতিহ্য নিয়ে দুটি বই প্রকাশিত হয়। উদ্বোধন করা আটটি অ্যাপ মঞ্চের আলো নিয়ন্ত্রণ, মঞ্চসজ্জা, নাট্যানির্দেশনা, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও গবেষণায় সহায়তা করবে।

বন্দুকের সংস্কৃতি শান্তির পথে বাধা : ওয়াই খেমচাঁদ

মণিপুরে স্থায়ী শান্তির স্বার্থে অবৈধ অস্ত্র সমর্পণের আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

ইম্ফল : মণিপুরে স্থায়ী শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে অবৈধ অস্ত্র সমর্পণের আবেদন জানানেন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং। তাঁর বক্তব্য, সমাজে বন্দুকের সংস্কৃতি বজায় থাকলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা বাধার মুখে পড়বে।



রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ), কোবরা ইউনিট, রাজ্য পুলিশ ও অন্য নিরাপত্তাকর্মীরা অংশ নেন। সরকারি বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, এসওও-র সদস্য পরিচয় দিয়ে থাকা ১৭ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ভুলো পরিচয় ব্যবহার করে ক্যাম্পে থাকার অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ১৫০ জনের থাকার উপযোগী ক্যাম্পটি কুকি ন্যাশনাল আর্মি (কেএনএ) ও কুকি লিবারেশন আর্মির (কেএলএ) জন্য নির্ধারিত ছিল। পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তাবাহিনীর আধিকারিকদের কাছ থেকে পরিস্থিতির খোঁজ নেন এবং অভিযানে কোবরা ইউনিটের ভূমিকার প্রশংসা করেন। খেমচাঁদ বলেন, অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার বন্ধ করে হিংসার পথ ত্যাগ এবং সামাজিক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

রবিবার, ২৫ অক্টোবর, কাংপোকপি জেলার সাইনাই ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়ে এই আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, সাসপেনশন অব অপারেশনস (এসওও) চুক্তির আওতাধীন সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পটি যৌথ অভিযানের পর নিরাপত্তাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। ইম্ফল পূর্ব জেলার নোংশুমের কাছে তিনজন জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকারীর হত্যার ঘটনার পর অভিযান শুরু হয়। এতে কেন্দ্রীয়

এফএনটিএ বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি, পূর্ব নাগাল্যান্ডে স্বায়ত্তশাসনের পথে বড় পদক্ষেপ

কোহিমা : পূর্ব নাগাল্যান্ডের ছয়টি জেলায় প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন বাড়ানোর লক্ষ্যে ফ্রন্টিয়ার নাগাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অথরিটি (এফএনটিএ) বিল, ২০২৬-এ সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দীর্ঘদিনের দাবি ও আলোচনার পর এই পদক্ষেপকে আঞ্চলিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও রাষ্ট্রপতির সম্মতির কথা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী ইয়ানথুঙ্গো প্যাটনও

সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর নাগাল্যান্ড বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি পাশ হয়। এর আগে ৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্র, রাজ্য সরকার এবং ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড পিপলস অর্গানাইজেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এফএনটিএ-র আওতায় থাকবে তুয়েনসাং, মন, লংলেং, কিফিরে, নকলাক ও শামাতোর জেলা। প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পর্যটন-সহ ৪৬টি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।



দিল্লি ও বেজিং; ভারতের সামনে নতুন কৌশলগত চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের এনএসআই প্রধানের দিল্লি সফর এবং একই সময়ে চার আধিকারিকের চিনে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাত্রা; দুই ঘটনাই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে কূটনৈতিক জল্পনার উর্ধ্বে উঠে ঢাকার নিরাপত্তা কৌশল বুঝতে প্রয়োজন স্পষ্ট তথ্য, সতর্ক বিশ্লেষণ এবং ভারতের দূরদর্শী নীতি।

বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের (এনএসআই) প্রধান মেজর জেনারেল আবু মহম্মদ সারওয়ার ফরিদের দিল্লি সফর এবং একই দিনে সংস্থার চার আধিকারিকের চিনে যাত্রা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ও কূটনীতির সমীকরণে নতুন করে নজর টেনেছে। ২৫ অক্টোবর ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি পৃথক গন্তব্যে রওনা দেন তাঁরা। একটি দল চিনের গুয়াংঝোতে তথ্যপ্রযুক্তির সরঞ্জাম পরিদর্শন ও কর্মশালায় যোগ দিতে গিয়েছে, অন্য দিকে এনএসআই প্রধানের গন্তব্য নয়াদিল্লি।

ঘটনা দুটির সময়গত নৈকট্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই দুই সফরের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে, এমন তথ্য এখনও সামনে আসেনি। একই ভাবে, দিল্লিতে এনএসআই প্রধানের সফরসূচি, তাঁর সম্ভাব্য বৈঠক এবং চিনে যাওয়া প্রতিনিধিদলের নির্দিষ্ট কর্মসূচি সম্পর্কেও বিস্তারিত সরকারি তথ্য প্রকাশিত হয়নি। ফলে অনুমানের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরিবর্তে এই ঘটনাকে বৃহত্তর আঞ্চলিক কৌশলগত প্রেক্ষাপটে বিচার করাই যুক্তিযুক্ত।

তবু একটি বিষয় স্পষ্ট; বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারত এবং চিন, দুই দেশই গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তবতা নয়াদিল্লির কাছে যেমন কূটনৈতিক বিবেচনার বিষয়, তেমনই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বহুমুখী চরিত্র বোঝারও একটি সূত্র।

বাংলাদেশে তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের পর ঢাকা-দিল্লি নিরাপত্তা যোগাযোগের গতিপ্রকৃতি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক টানাপড়েন, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সীমান্ত-সংক্রান্ত উদ্বেগের মধ্যে দুই দেশের সম্পর্কে কার্যকর সহযোগিতার পথে ফিরিয়ে আনা সহজ নয়। কিন্তু ভৌগোলিক বাস্তবতা দুই দেশকেই নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেয়।

২০২৬ সালের ১ থেকে ৩ মার্চ বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্সের (ডিজিএফআই) প্রধান মেজর জেনারেল কায়সার রশিদ চৌধুরী দিল্লি সফর করেন। ওই সফরে তিনি ভারতের বহিঃগোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইংয়ের (র) প্রধান পরাগ জৈন এবং সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর এস রমনের সঙ্গে বৈঠক করেন বলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর অগস্টে ঢাকায় যান ‘র’-প্রধান পরাগ জৈন। ডিজিএফআইয়ের আমন্ত্রণে চার সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের ওই সফর দুই দেশের নিরাপত্তা যোগাযোগ বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই ধারাবাহিকতার মধ্যে এনএসআই প্রধানের দিল্লি সফর বিশেষ তাৎপর্য বহন করতে পারে। কারণ, ডিজিএফআই মূলত সামরিক গোয়েন্দা কাঠামোর অংশ, অন্য দিকে এনএসআই বাংলাদেশের প্রধান অসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা। ফলে দুই সংস্থার নেতৃত্বের পৃথক যোগাযোগ নিরাপত্তা সহযোগিতার বিভিন্ন স্তরকে স্পর্শ করতে পারে। তবে সফর মানেই কোনও নির্দিষ্ট চুক্তি, সমঝোতা বা নীতিগত পরিবর্তন নয়। দিল্লির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কের বাস্তব অগ্রগতি বিচার করতে হলে বৈঠকের বিষয়বস্তু, আলোচনার ফলাফল এবং পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নজর রাখতে হবে।

এনএসআইয়ের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল ২৬ থেকে ২৯ অক্টোবর চিনের গুয়াংঝোতে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন পণ্য ও সরঞ্জাম পরিদর্শন এবং একটি কর্মশালায় অংশ নেওয়ার কথা। দলে রয়েছেন সংস্থার অতিরিক্ত পরিচালক মহম্মদ মিজানুর রহমান, যুগ্ম পরিচালক মহম্মদ মাহিন চৌধুরী বিপু, সহকারী প্রোগ্রামার জাহিদ হাসান জয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিক মহম্মদ জাহিরুল ইসলাম। কোন সংস্থার সরঞ্জাম পরিদর্শন করা হবে, কর্মশালার নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি কী এবং এর সঙ্গে কোনও সম্ভাব্য ক্রয়প্রক্রিয়া যুক্ত রয়েছে কি না; এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়নি। তাই এই সফরকে চিনের সঙ্গে কোনও গোয়েন্দা প্রযুক্তি চুক্তি বা প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রমাণ হিসেবে দেখা যাবে না।

বিহু দলের উপর হামলা: বরাক ও ব্রহ্মপুত্রের সম্প্রীতি ভাঙতে দেবেন না

কে আর সি টাইমস নিউজ ডেস্ক

শ্রীভূমির ঘটনা শুধু একটি সাংস্কৃতিক দলের উপর হামলার অভিযোগ নয়, অসমের দুই উপত্যকার মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও সৌহার্দের সম্পর্ক নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল। দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভেদের রাজনীতিকে রুখতে হবে সামাজিক সংঘম ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার মাধ্যমে।

অসমের শ্রীভূমিতে দুর্গাপূজোর অনুষ্ঠানে বিহু পরিবেশন করতে গিয়ে একটি সাংস্কৃতিক দলের সদস্যদের উপর হামলার অভিযোগ নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৪ অক্টোবর হিন্দুস্তান ক্লাবের পূজোর অনুষ্ঠানে অসমিয়া গান পরিবেশন নিয়ে আপত্তি থেকে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, পরে শিল্পীদের উপর হামলা চালানো হয়, তাঁদের বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুর করা হয় এবং কয়েকটি যন্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়। একজন শিল্পীর সোনার হার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও অভিযোগের সত্যতা তদন্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরি।

কিন্তু এই ঘটনার তাৎপর্য কেবল একটি হামলার অভিযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসমের দুই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর; বরাক উপত্যকা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক। দুই অঞ্চলের ভাষা, ইতিহাস, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্যকে স্বীকার করেও দীর্ঘদিন ধরে মানুষ পাশাপাশি বসবাস করেছে, ব্যবসা করেছে, শিক্ষার ও কর্মসংস্থানের সূত্রে সম্পর্ক গড়েছে। এই বহুত্বই অসমের সামাজিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই সম্পর্কের ভিত দুর্বল করে দেওয়ার মতো কোনও ঘটনাকেই হালকাভাবে নেওয়া যায় না।

বিহু অসমিয়া সমাজের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক পরিচয়। বিহুর গান, নাচ ও বাদ্যযন্ত্র কেবল একটি সম্প্রদায়ের বিনোদনের উপকরণ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কৃষিজীবন, ঋতুচক্র, লোকঐতিহ্য এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গড়ে ওঠা সামাজিক স্মৃতি। অন্যদিকে, বরাক উপত্যকার নিজস্ব ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, যার কেন্দ্রে রয়েছে বাংলা ভাষা ও তার দীর্ঘ সামাজিক ইতিহাস। এই দুই সাংস্কৃতিক পরিচয়কে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানোর কোনও যুক্তি নেই।

বরাকের বাঙালি সংস্কৃতি এবং ব্রহ্মপুত্রের অসমিয়া সংস্কৃতি; দুটিই অসমের বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার অংশ। একটি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য অন্যটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হবে, এমন ধারণা বিপজ্জনক। বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানই দুই উপত্যকার সম্পর্কে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে।

যদি সত্যিই অসমিয়া গান পরিবেশনকে কেন্দ্র করে হামলার ঘটনা ঘটে থাকে, তবে তা শুধু শিল্পীদের প্রতি অসম্মান নয়, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রশ্নও। কোনও অনুষ্ঠানে কোন গান পরিবেশিত হবে, তা নিয়ে আপত্তি থাকতে পারে। আয়োজকদের সঙ্গে আলোচনা করে মতভেদ মেটানোর সুযোগও রয়েছে। কিন্তু আপত্তির জবাব যদি শারীরিক আক্রমণ, ভাঙচুর বা ভয় দেখানোর মাধ্যমে দেওয়া হয়, তবে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সংস্কৃতির নামে হিংসা যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, তেমনই কোনও ভাষা বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোও সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়।

এই ঘটনার পর বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস বাড়লে তার ক্ষতি হবে উভয় অঞ্চলেরই। কোনও একটি ঘটনার জন্য গোটা এলাকার মানুষকে দায়ী করা যেমন অন্যায়, তেমনই তদন্তের আগেই কোনও সম্প্রদায়কে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করাও বিপজ্জনক। তবু এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, ভাষা ও পরিচয়কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হলে কিছু মানুষ সেই

পরিস্থিতির রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত ফায়দা তোলার চেষ্টা করতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে অর্ধসত্য, অসম্পূর্ণ তথ্য কিংবা উসকানিমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় একটি বিরোধও বৃহত্তর সংঘাতের রূপ নিতে পারে। শ্রীভূমির ঘটনাকে ঘিরে তাই সংঘমের পাশাপাশি সতর্কতাও জরুরি।

বরাক ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধির সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা যদি কেউ করে থাকে, তবে তার জবাব দিতে হবে সত্য উদ্‌ধ্বাটন, আইনের শাসন এবং নাগরিক ঐক্যের মাধ্যমে। কিন্তু উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্রকারী বলে দাগিয়ে দেওয়াও উচিত নয়। অভিযোগের তদন্ত হোক, প্রমাণ সামনে আসুক, তার পরেই দায় নির্ধারিত হোক।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘটনাটির নিন্দা করে রাজ্য পুলিশের প্রধানকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালও বিহু শিল্পীদের উপর হামলার অভিযোগকে অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আঘাত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে এই প্রতিক্রিয়ার পর এখন প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ।

প্রথমত, পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করতে হবে। কারা সংঘর্ষে জড়িত ছিল, শিল্পীদের উপর হামলা হয়েছিল কি না, বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুর ও গণনা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগের ভিত্তি কী; সবকিছুর প্রমাণ সংগ্রহ করা দরকার। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে আহত শিল্পীদের চিকিৎসা, নিরাপত্তা এবং তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।

দ্বিতীয়ত, ঘটনার তদন্তকে কোনও ভাষিক বা আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাধারণীকরণের হাতিয়ার হতে দেওয়া চলবে না। আইনের চোখে অপরাধীর পরিচয় নির্ধারিত হবে তার কাজ ও প্রমাণের ভিত্তিতে, ভাষা বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নয়।

তৃতীয়ত, বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক সংগঠন, অসমিয়া সাংস্কৃতিক মঞ্চ এবং স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা যেতে পারে। প্রশাসনের ভূমিকা শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নয়; উত্তেজনার পরিস্থিতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনাও তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সম্পর্কের ইতিহাসে মতপার্থক্য ও টানাপোড়েনের অধ্যায় রয়েছে। ভাষা, জমি, প্রশাসন, পরিচয় এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই ইতিহাসের আরেকটি দিকও রয়েছে; দুই অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন নির্ভরতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগ। শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি কিংবা গুয়াহাটি; বিভিন্ন শহরের মানুষের জীবনে এই পারস্পরিক যোগাযোগের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বরাকের বাজার, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক যোগাযোগ বহু মানুষের জীবনকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। সেই সম্পর্কের ভিত গড়ে ওঠে প্রতিদিনের সহাবস্থানের মাধ্যমে, কোনও রাজনৈতিক স্লোগানে নয়।

তাই শ্রীভূমির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি অসমিয়া ও বাঙালির মধ্যে সন্দেহের দেওয়াল আরও উঁচু হয়, তবে তা হবে অপরাধের অভিযোগের বাইরেও এক বৃহত্তর সামাজিক ক্ষতি। কয়েকজনের কাজের দায় একটি গোটা অঞ্চলের মানুষের উপর চাপিয়ে দিলে বিভেদ আরও বাড়বে। আবার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নামে হিংসার অভিযোগকে উপেক্ষা করলেও মানুষের আস্থা নষ্ট হবে। এই দুই বিপদ থেকেই অসমকে দূরে থাকতে হবে।

প্রশাসন তদন্ত করবে, আদালত প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করবে; এটাই আইনের স্বাভাবিক পথ। কিন্তু সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার দায় শুধু সরকারের নয়। সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম এবং সাধারণ নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে।

মায়ানমার থেকে মাদক, উল্টো পথে হাওয়ালা টাকা!

উত্তর-পূর্বে আন্তঃসীমান্ত চক্রের হৃদিস ইডির

গুয়াহাটি : মায়ানমার থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে মাদক পাচার এবং সেই কারবারের অর্থ হাওয়ালা ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেনের অভিযোগে বড়সড় চক্রের হৃদিস পেয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মিজোরাম ও মণিপুরে অভিযান চালিয়ে ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে সংস্থাটি। জব্দ করা হয়েছে ১,৪২৪টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। তদন্তকারীদের দাবি, চক্রটির আর্থিক লেনদেন দিল্লি, কলকাতা ও মুম্বই-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়েছিল।

গত ২৩ অক্টোবর মিজোরামের আইজল, চাম্ফাই ও লংতলাই এবং মণিপুরের চুড়াচাঁদপুরে তল্লাশি চালায় ইডি। সংস্থার দাবি, ১৭.৮২ কোটি টাকার সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর আগে আটক করা হয়েছিল আরও ৮.১৯ কোটি টাকার সম্পত্তি। সব মিলিয়ে তদন্তের আওতায় থাকা সম্পত্তির মূল্য ২৬



কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ইডির অভিযোগ, হেরোইন, ব্রাউন সুগার ও মেথামফেটামিনের কারবার থেকে পাওয়া টাকা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমে ঘুরিয়ে মায়ানমারে থাকা সরবরাহকারীদের পাওনা মেটাতে ব্যবহার করা হত। চাম্ফাই-জোখাওথার

সীমান্তপথকে এই কারবারের গুরুত্বপূর্ণ করিডর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তদন্তকারীরা। মাদক তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে এমন রাসায়নিক মায়ানমারে পাচারের অভিযোগও উঠেছে।

তদন্তে চুড়াচাঁদপুরের 'গো আলফা ট্রিপস' নামে একটি মিনি-এটিএম ও অর্থ স্থানান্তর কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ২,৯৪৭টি লেনদেনে ১৭৫.০৩ কোটি টাকা স্থানান্তরের তথ্য সামনে এসেছে বলে ইডির দাবি। চাম্ফাইয়ের কয়েকটি হাওয়ালা-সংযুক্ত অ্যাকাউন্টে প্রায় ২৬৮.৮০ কোটি টাকা জমা পড়ার সূত্রও মিলেছে।

তিনটি মাদক উদ্ধারের ঘটনার সূত্র ধরে আর্থিক তদন্ত শুরু হয়। গ্রেফতার ছ'জনের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগে তদন্ত চলছে। ব্যাঙ্ককর্মী, অর্থ স্থানান্তর কেন্দ্রের পরিচালকদের এবং সন্দেহভাজন ব্যবসায়ীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে ইডি।

লামডিংয়ে বাড়ি থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার, মাথায় আঘাত ও নিখোঁজ মোবাইল ঘিরে তদন্ত

লামডিং : অসমের লামডিংয়ের কালীবাড়ি শান্তিপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে রবিবার সকালে ৩৫ বছর বয়সি তারা কুর্মির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর মুখ ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। বাড়ি থেকে তাঁর মোবাইল ফোনটিও নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। লামডিংয়ের ২ নম্বর ওয়ার্ডের এই ঘটনায় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মুখ ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন এবং মোবাইল ফোনের অনুপস্থিতি তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে ফোনটি কখন বা কীভাবে নিখোঁজ হয়েছে, সে সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্ত বা তদন্তের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

কুর্মির বোন জানিয়েছেন, ঘটনার আগে কী হয়েছিল, সে সম্পর্কে পরিবারের কাছে স্পষ্ট কোনও তথ্য নেই। ফোনে তাঁকে জানানো হয়েছিল, তারা ঘুম থেকে উঠছেন না। সেই খবর পেয়ে তিনি বাড়িতে এসে বোনকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁর কথায়, বোন উঠছে না বলে ফোন পেয়ে বাড়িতে এসে দেখি, সে মারা গিয়েছে। কী ঘটেছে আমরা জানি না। কাউকে সন্দেহও করছি না। মৃত্যুর একটি ছেলে রয়েছে এবং তাঁর স্বামী বোকাজানে থাকেন বলেও জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ ঘটনার আগের পরিস্থিতি এবং মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের চেষ্টা করছে।

কোনও আদর্শ নেই, বেশিদিন টিকবে না 'ইন্ডিয়া' জোট : মানিক

আগরতলা : বিজেপিকে মোকাবিলা করতেই বিরোধী দলগুলি একজোট হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনও অভিন্ন আদর্শ বা নীতিগত ঐক্য নেই; এমনই মন্তব্য করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। আগামী পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী ঐক্যকে কটাক্ষ করে তাঁর দাবি, এই জোট দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম।

রবিবার, ২৫ অক্টোবর, সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাহা বলেন, বিরোধী দলগুলির নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কর্মসূচি রয়েছে। বিজেপির বিরোধিতা করাই তাদের একত্রিত হওয়ার প্রধান কারণ। তাঁর কথায়, এমন জোট বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

বিরোধী দলগুলি সাধারণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা শাসন পরিচালনার অভিন্ন কর্মসূচি ছাড়াই একজোট হওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী নেতৃত্বের রাজনৈতিক অবস্থান এবং সংসদে



বিহু দলের ওপর হামলা অসমের সংস্কৃতিতে আঘাত : সোনোয়াল

শ্রীভূমি : দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে বিহু পরিবেশন করতে গিয়ে একটি সাংস্কৃতিক দলের সদস্যদের ওপর হামলার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে অসমের শ্রীভূমি জেলায়। ঘটনার নিন্দা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেছেন, অসমের শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর আক্রমণ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও পুলিশপ্রধানকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৪ অক্টোবর শ্রীভূমির হিন্দুস্তান ক্লাব আয়োজিত দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে বিহু দলটিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অভিযোগ, অনুষ্ঠানে অসমিয়া গান বাজানো নিয়ে একদল ব্যক্তি আপত্তি জানালে বচসা শুরু হয়। পরে তা হামলার রূপ নেয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

২৫ অক্টোবর সামাজিক মাধ্যমে সোনোয়াল বলেন, বিহু বৃহত্তর অসমিয়া সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখে। শিল্পীদের ওপর হামলা এবং অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্বেষ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও ঘটনাটিকে গভীর উদ্বেগজনক বলে



উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিহু অসমের পরিচয় ও গর্বের প্রতীক। রাজ্যের সংস্কৃতিকে অপমান করার ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না।

অসমিয়া গান নিয়ে আপত্তি থেকেই সংঘর্ষ?

প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বরাক উপত্যকায় অসমিয়া গান পরিবেশন নিয়ে অভিযুক্তদের আপত্তি থেকেই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় বলে অভিযোগ। হামলায় দলের কয়েকজন সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

এছাড়া বিহুর বাদ্যযন্ত্র ভাঙচুর এবং কয়েকটি যন্ত্র নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছে। এক তরুণ শিল্পীর সোনার হার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগগুলি এখনও স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।

ঘটনার পর শিল্পীদের নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ তদন্তের অগ্রগতি, গ্রেফতার এবং আহতদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি।

ডিব্রুগড় আদালতের কাছে অগ্নিকাণ্ড, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভস্মীভূত খাবারের দোকান

ডিব্রুগড় : ডিব্রুগড়ের আদালত চত্বরের কাছে একটি রাস্তার ধারের খাবারের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার, ২৫ অক্টোবর, দোকানের ভিতরে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের তৎপরতায় আগুন পাশের আদালত ভবনে ছড়াতে পারেনি। ঘটনায় হতাহতের খবর নেই।

আগুন লাগার খবর পেয়ে একাধিক দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় দোকানটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। দোকানের ভিতরে থাকা সামগ্রীও আগুনে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আগুন নেভানোর কাজ চলাকালীন গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তবে দমকলকর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। ফলে সংলগ্ন আদালত চত্বর বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার নির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণও এখনও সরকারি ভাবে নির্ধারণ করা হয়নি।

নাগাল্যান্ডে প্রথম পাঁচতারা হোটেল, পর্যটন ও স্থানীয় কর্মসংস্থানে নতুন সম্ভাবনা

কোহিমা : পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে নাগাল্যান্ডে চালু হল রাজ্যের প্রথম পাঁচতারা হোটেল। কোহিমায় ৫৬ কক্ষের এই হোটেলটির উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল নন্দ কিশোর যাদব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, নাগাল্যান্ডের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, উৎসব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে উন্নত আতিথেয়তা পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি, পর্যটনের সুফল স্থানীয় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর ওপরও তিনি জোর দেন।

রাজ্যের পর্যটন ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী তেমজেন ইমনা অ্যাং এই উদ্যোগকে আতিথেয়তা শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে উল্লেখ করেন। তাঁর আশা, এর ফলে আরও বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে। শিলং-ভিত্তিক পোলো হোটেলস গ্রুপের এই হোটেলে নাগা সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, স্থানীয় শিল্পকর্ম এবং ঐতিহ্যবাহী নকশা স্থান পেয়েছে। রয়েছে ইনফিনিটি পুল, উপত্যকার দৃশ্য-সহ কক্ষ এবং বিশেষ নাগা খাবারের মেনু। গোষ্ঠীর প্রধান নির্বাহী দেবল তিরেওয়ালা জানান, হোটেলের অধিকাংশ কর্মী স্থানীয় বাসিন্দা।

ইজরায়েলে নেতানিয়াহুর ভাগ্যপরীক্ষা, ‘বিবিকে ভোট দিন’, বন্ধুর পাশে ট্রাম্প



তেল আভিভ : ইজরায়েলে ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পাশে দাঁড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনের আগে সমাজমাধ্যমে বার্তা দিয়ে ইজরায়েলিদের নেতানিয়াহুকেই ফের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের কথায়, তবীবিকে ভোট দিন। আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। তাই এই বার্তা ঘিরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ইজরায়েলে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এই ভোটের ফলের উপর নির্ভর করছে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসছেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকোট। যুদ্ধ, জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক চাপের আবহে এই নির্বাচন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সমাজমাধ্যমে নেতানিয়াহুর প্রতি সমর্থন জানিয়ে ট্রাম্প লিখেছেন, ইজরায়েলের ভোটারদের উচিত বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত করা।

তাঁর দাবি, দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে শুরু হওয়া কাজ শেষ করতে নেতানিয়াহুর ফের ক্ষমতায় আসা প্রয়োজন। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেছেন, ইজরায়েল যদি অন্য কোনও নেতাকে বেছে নেয়, তবে আমেরিকাকে একাই সমস্ত দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ নেই বলেও জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

অন্য দিকে, নির্বাচনী প্রচারে আমেরিকার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কে হাতিয়ার করেছেন নেতানিয়াহু। তাঁর দল লিকুদ পার্টির প্রকাশিত একটি ভিডিওতে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ফের ক্ষমতায় ফিরলে আগামী দু'বছরের মধ্যে ইজরায়েলের উপর থেকে ইরানের হুমকি দূর করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

নির্বাচনী সমীকরণ নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। বিভিন্ন পূর্বাভাসে কোনও শিবিরেরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট নয়। এই নির্বাচনের ফল শুধু ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিই নয়, মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার ভূমিকা এবং ইরানকে ঘিরে ভবিষ্যৎ কৌশলেও প্রভাব ফেলতে পারে।

১০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ, গ্রেপ্তার তামিলনাড়ুর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী

চেন্নাই : বেসরকারি স্কুলকে অনুমোদন দেওয়ার বিনিময়ে ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন তামিলনাড়ুর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা ডিএমকে নেতা অনবিল মহেশ পৈয়ামোঝি। সোমবার নিজের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে চেন্নাই পুলিশের সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ (সিসিবি)। এর আগে মাদ্রাজ হাই কোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল। ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের সরকারের আমলে স্কুলশিক্ষা দফতরের দায়িত্বে ছিলেন মহেশ। অভিযোগ, ওই সময়ে এক হাজারেরও বেশি বেসরকারি স্কুলকে অনুমোদন দেওয়ার বিনিময়ে দলীয় তহবিলে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি।

ঘটনার তদন্তে নেমে গত ১৬ সেপ্টেম্বর এফআইআর দায়ের করে চেন্নাই পুলিশের সিসিবি। পাশাপাশি, আর্থিক



অনিয়ম ও অর্থ পাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অর্থ পাচার এবং তহবিল তহরুপ-সহ একাধিক অভিযোগে তদন্ত চলছে। তামিলনাড়ুতে ডিএমকে সরকারের পতনের পর বেসরকারি স্কুলগুলির একটি সংগঠনের তরফে মহেশের

বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তের সূত্রে গত জুন মাসে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে সম্পত্তির নথি, ব্যাঙ্কের বিবরণ, ১৮টি মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ-সহ একাধিক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মহেশ। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই তাঁকে নিশানা করা হচ্ছে। টিভিকে-র বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার কারণেই পুলিশকে ব্যবহার করে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

পেট্রলের বদলে ১০০ শতাংশ ইথানল! নতুন জ্বালানিতে কেন্দ্রের সবুজ সংকেত

নয়াদিল্লি: ই-২০ বিতর্কের মধ্যেই ১০০ শতাংশ ইথানলচালিত গাড়ির পথ প্রশস্ত করল কেন্দ্র। ‘সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকেলস রুল, ১৯৮৯’-এ সংশোধনী এনে ই-৮৫ ও ই-১০০ জ্বালানিকে বিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে বিশেষভাবে তৈরি ও অনুমোদিত গাড়িতে সম্পূর্ণ ইথানল ব্যবহার করা যাবে। তবে প্রচলিত পেট্রলচালিত বা ই-২০-উপযোগী গাড়িতে এই জ্বালানি ব্যবহার সম্ভব নয়। প্রয়োজন হবে উপযুক্ত ইঞ্জিনের। আমদানি করা অপরিিশোধিত তেলের উপর নির্ভরতা কমানোই কেন্দ্রের এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি, সংশোধনীতে যানবাহনের সর্বোচ্চ অনুমোদিত ওজন ৩,০০০ থেকে বাড়িয়ে ৩,৫০০ কেজি করা হয়েছে।

জেন জি-র ঝড় ইউরোপেও! ছাত্র আন্দোলনের জেরে ভোটে ধরাশায়ী প্রেসিডেন্ট

বেলগ্রেড : উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে এ বার ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ছে জেন জি-র আন্দোলনের ঝড়। ছাত্রবিক্ষোভের জেরে রাজনৈতিক পালাবদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে একাধিক দেশে। সার্বিয়ায়



গত দু'বছর ধরে চলা ছাত্র আন্দোলন নির্বাচনী লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। আর তাতেই বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে দীর্ঘদিনের শাসক শিবির। ছাত্রদের দল নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় ক্ষমতা হারানোর মুখে প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দার ভুজিচ। বলকান অঞ্চলের এই দেশে ছাত্র আন্দোলন ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ইউরোপের রাজনৈতিক মহলে।

সার্বিয়ায় ছাত্রবিক্ষোভের সূত্রপাত একটি রেলস্টেশনের ছাদ ভেঙে পড়ার ঘটনায়। দুর্ঘটনায় ১৬ জনের মৃত্যুর পরই সরকারি দায়বদ্ধতা ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পথে নামেন পড়ুয়ারা। ক্রমে সেই প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমতে থাকায় আন্দোলনকারীরা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী ময়দানেও নামেন। স্টুডেন্টস লিস্ট পার্টির ব্যানারে বিভিন্ন আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের লড়াই ছিল প্রেসিডেন্ট ভুজিচের দল সার্বিয়ান প্রোগ্রেসিভ পার্টির বিরুদ্ধে। নির্বাচনের ফলাফলে ছাত্রদের সাফল্য রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছে। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, সার্বিয়ার পার্লামেন্টের ২৫০টি আসনের মধ্যে অন্তত

১৪০টি আসন পেয়েছে ছাত্রদের দল। অন্য দিকে, ভুজিচের দল পেয়েছে ১০৫টি আসন। প্রায় এক দশক ধরে দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ভুজিচও পরাজয় স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনে পরাজয় স্পষ্ট এবং ছাত্রদের দলই জয়ী হয়েছে।

তবে এই জয়ের পরই সামনে এসেছে নতুন প্রশ্ন। ছাত্রদের আন্দোলন সরকারবিরোধী জনমতকে একজোট করতে পারলেও, দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার মতো নেতৃত্ব ও অভিজ্ঞতা তাদের কতটা রয়েছে? আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা পড়ুয়ারা এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনও নেতাকে সামনে আনেননি।

এদিকে, ফ্রান্স, আলবেনিয়া ও ইতালিতেও বিভিন্ন দাবি নিয়ে যুবসমাজের প্রতিবাদ রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানির খরচ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের মতো বিষয় তরুণদের ক্ষোভ বাড়াচ্ছে। ভারতেও বিভিন্ন ইস্যুতে ছাত্র আন্দোলন দেখা যাচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা কি বিশ্বজুড়েই নতুন প্রজন্মকে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ার পথে ঠেলে দিচ্ছে?

২.১২ লক্ষ কোটিতে সেনার শক্তিবৃদ্ধি, দেশীয় অস্ত্রেই জোর কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি : স্থল, নৌ ও বায়ুসেনার সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে ২.১২ লক্ষ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার অনুমোদন দিল কেন্দ্র। কামিকাজে ড্রোন, কামান, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধী ব্যবস্থা, হেলিকপ্টার-সহ অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম কেনার প্রস্তাবে



সোমবার ছাড়পত্র দিয়েছে ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল (ডিএসি)। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে আয়োজিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে মোট কেনাকাটার ৮২ শতাংশ দেশীয় সংস্থার কাছ থেকে করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থলসেনার জন্য কেনা হবে হাই মোবিলিটি ভেহিকল, স্বচালিত কামান ব্যবস্থা, হালকা বহুমুখী হেলিকপ্টার, স্বল্পপাল্লার আকাশ

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কাউন্টার-ড্রোন সিস্টেম এবং নজরদারি ও আঘাত হানতে সক্ষম ড্রোন। পাশাপাশি, দীর্ঘপাল্লার কামিকাজে ড্রোন এবং সমন্বিত নজরদারি ও আঘাত হানার ব্যবস্থাও এই তালিকায় রয়েছে।

নৌসেনার জন্য থাকছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধজাহাজ এবং শত্রুর জাহাজবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রকে বিভ্রান্ত করার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। অন্য দিকে, বায়ুসেনার জন্য হেলিকপ্টার, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র এবং মোবাইল এক্স-ব্যান্ড ডপলার আবহাওয়া রাডার কেনার প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মতে, নতুন সরঞ্জামগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে নজরদারি বাড়ানো, ড্রোন হামলা মোকাবিলা এবং সাঁজোয়া যানকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

মাছ-মাংসের বাজারে মন্দা? উত্তর-পূর্বে গুবরে পোকাই প্রোটিনের 'পাওয়ার হাউস'!

গুয়াহাটি : দুপুরের ভাতে মাছ নেই, মাংসের দামও চড়া; তা বলে গুবরে পোকা দিয়ে ভাত মেখে খাওয়ার কথা ভাবতে পারবেন? ভাবনাতেই হয়তো কারও কারও মুখ শুকিয়ে যাবে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি জনজাতি সম্প্রদায়ের কাছে গুবরে পোকা কোনও ভয়ংকর খাদ্য নয়, বরং বহু প্রজন্মের পরিচিত পদ! কোথাও বাঁশের ভিতরে থাকা লার্ভা আগুনে বালসে খাওয়া হয়, কোথাও ধানখেতের জলজ পোকা উঠে আসে রান্নার হাঁড়িতে। আর বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডে মানুষের খাদ্যতালিকায় রয়েছে অন্তত ৭৫ প্রজাতির গুবরে পোকা ও উইভিল। তার মধ্যে ২৪টি প্রজাতিকে বিশ্বে প্রথমবারের মতো ভোজ্য হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

অর্থাৎ, আপনার কাছে যা 'ইস!', অন্যের কাছে তা দিব্যি 'ইয়ামি'! তবে এই গল্পের আসল চমক শুধু খাদ্যরুচির ফারাক নয়। পোকায় প্রোটিন আছে, ঠিকই; কিন্তু সেই পোকা যে বন, বাঁশঝাড় ও জলাভূমির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, সেগুলিই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে ভবিষ্যতে পাতে কী উঠবে? গুবরে পোকায় প্রোটিন, হিসাবটা কিন্তু চমকে দেওয়ার মতো!

মুরগি, মাছ, ডিম কিংবা ডাল; প্রোটিন বললেই সাধারণত এই পরিচিত খাবারগুলির কথা মনে পড়ে। কিন্তু গুবরে পোকাও যে পুষ্টির উৎস হতে পারে, গবেষণার তথ্য সেই কথাই বলছে।

আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা এনপিজে এস্টোমোলজি-তে



প্রকাশিত সমীক্ষায় পরীক্ষা করা চারটি প্রজাতির মধ্যে শুকনো ওজনের নিরিখে প্রোটিনের পরিমাণ ছিল ২২.৪৩ থেকে ৬১ শতাংশ। নারকেল গুণ্ডার গুবরে পোকা (ওরাইস্টিস রাইনোসেরস) এবং সিরোপ্টায়াকিলাস গণের বাঁশের উইভিলে প্রোটিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি; ৪৬.৪৪ থেকে ৬১ শতাংশ। জলজ গুবরে পোকায় ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ২২.৪৩ থেকে ২৩.২৩ শতাংশ।

তবে এখনই মাছের বাজার বন্ধ করে পোকা কিনতে ছুটবেন না! এই হিসাব মাত্র চারটি প্রজাতির পরীক্ষার ফল, তাও শুকনো ওজনের ভিত্তিতে। সব পোকা সমান পুষ্টির নয়। প্রজাতিভেদে চর্বি, আর্দ্রতা, শক্তি ও খনিজ উপাদানের পরিমাণও বদলে যায়।

বিশ্বজুড়ে বিকল্প প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস হিসেবে কীটপতঙ্গ নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজাতি সমাজের কাছে এটি কোনও নতুন খাদ্য-ফ্যাশন নয়। তাঁদের কাছে গুবরে পোকা বহুদিনের পরিচিত

খাবার; যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় পরিবেশ ও প্রজন্মান্তরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা।

নাগাল্যান্ডে ৩১ রকম পোকা! আপনার পছন্দের তালিকায় কয়টি? গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, নাগাল্যান্ডের আঙ্গামি সম্প্রদায়ের খাদ্যতালিকায় রয়েছে ৩১টি প্রজাতি। অরুণাচল প্রদেশের নিয়িশি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ২৭। মণিপুরের মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে নথিভুক্ত হয়েছে সাতটি প্রজাতি।

একই অঞ্চলে বসবাস করলেও সব সম্প্রদায় একই ধরনের পোকা খায় না। কিছু প্রজাতি আবার মাত্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, প্রকৃতির এই 'মেনু কার্ড' এলাকাভেদে আলাদা!

বন, বাঁশঝাড়, ধানখেত ও জলাভূমি; বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয় পোকাগুলি। সব সময় সব পোকা পাওয়াও যায় না। কিছু স্থলচর প্রজাতি এপ্রিল থেকে

নভেম্বরের মধ্যে বেশি মেলে। জলজ পোকা ও গুণ্ডার গুবরে পোকা সাধারণত মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া যায়। লম্বা শুঁড়বিশিষ্ট লংহর্ন বিটলের লার্ভা বেশি দেখা যায় বর্ষার আগে ও বর্ষাকালে।

রান্নার ধরনেও রয়েছে বৈচিত্র্য। কোথাও সেদ্ধ, কোথাও ভাজা, কোথাও আবার আগুনে বালসে নেওয়া হয় পোকা। স্থানীয় মশলা ও বাঁশকোঁড়াও ব্যবহার করা হয়। কেউ পোকায় নির্যাস তৈরি করে, কেউ আবার গোটা পোকাকেই রান্না করেন। এক কথায়, পোকা হলেও রান্নার রীতিতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই!

পেট ভরায়, লোকবিশ্বাসেও জায়গা পেয়েছে

গুবরে পোকায় কদর শুধু রান্নাঘরে আটকে নেই। নাগাল্যান্ডের আঙ্গামি সম্প্রদায়ের কয়েকজনের বক্তব্য অনুযায়ী, লংহর্ন বিটলের লার্ভা নিউমোনিয়া, পেশির ব্যথা ও গাঁটের ব্যথার চিকিৎসায় ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার করা হয়। মণিপুরের মাও সম্প্রদায়ের মধ্যে কাশি কমাতে এই লার্ভা দিয়ে ঝোল তৈরির প্রচলনের কথাও গবেষণায় উঠে এসেছে। তবে লোকবিশ্বাস আর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এক জিনিস নয়। এই গবেষণায় এমন ব্যবহার নথিভুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চিকিৎসার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে; এমন দাবি করা যায় না।

নাগাল্যান্ডে স্টার্নোসেরা গণের রঙিন জুয়েল বিটলের সংরক্ষিত খোলস দিয়ে হার তৈরির রীতিও

রয়েছে। উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরুষেরা এই অলংকার পরেন। আবার কিছু গ্রামে শিশুদের লংহর্ন বিটলের লার্ভা খেতে দেওয়া হলেও পূর্ণবয়স্ক পোকা খেতে দেওয়া হয় না। প্রচলিত বিশ্বাস, বড় পোকা খেলে শিশুর ঘাড়ের ক্ষতি হতে পারে।

অর্থাৎ, পোকা এখানে শুধু পেটের বিষয় নয়; কোথাও লোকবিশ্বাস, কোথাও অলংকার, কোথাও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ।

গাছ চিরে পোকা তোলা, বাজারে একটির দাম ৫০ টাকা!

এবার গল্পের মজার দিক ছেড়ে একটু চিন্তার কথাই আসা যাক। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া সংগ্রহকারীদের প্রায় ৭৯ শতাংশের বক্তব্য, গত এক দশকে কাঠের ভিতরে বসবাসকারী গুবরে পোকায় প্রাপ্যতা কমেছে। তাঁদের মধ্যে ৬৩ শতাংশ বন উজাড় ও বাসস্থান ধ্বংসকে এর কারণ বলে মনে করেন। অন্যরা বাজারের চাহিদা মেটাতে অতিরিক্ত সংগ্রহের কথা বলেছেন।

গবেষকেরা এমন পদ্ধতিও নথিভুক্ত করেছেন, যেখানে কুড়ুল দিয়ে গাছ বা কাঠের গুঁড়ি চিরে লার্ভা বের করা হয়। একটি গাছ থেকে প্রজাতি ও সংক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী ২০ থেকে ৪০টি লার্ভা পাওয়া যেতে পারে। পরে সেগুলি কাঠির সঙ্গে বেঁধে বাজারে বিক্রি করা হয়। নাগাল্যান্ডের কোহিমায় একটি লার্ভার দাম প্রায় ৫০ টাকা দেখেছেন গবেষকেরা।

ভাবুন, যে গাছ পোকাকে আশ্রয় দেয়, সেই গাছই চিরে পোকা বের করা হচ্ছে। আজ তাতে খাবার মিলছে, বাজারে আয়ও হচ্ছে। কিন্তু এই সংগ্রহ যদি অতিরিক্ত হয়, আর তার সঙ্গে বনও কমতে থাকে, তা হলে কাল পোকা পাওয়াই কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

তবে গবেষণায় পোকায় সংখ্যা কমার যে তথ্য উঠে এসেছে, তা সংগ্রহকারীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে পোকায় সংখ্যা কতটা কমেছে, তার সরাসরি বৈজ্ঞানিক পরিমাপ হিসেবে এই পরিসংখ্যানকে দেখা যাবে না।

পোকা খাওয়া নিয়ে নাক সিঁটকোবেন, নাকি বন বাঁচানোর কথাও ভাববেন?

গবেষকদের পরামর্শ, ভোজ্য পোকা সংগ্রহ করতে হলে তাদের বাসস্থান রক্ষা করতে হবে। বন, বাঁশঝাড়, কৃষিজমি ও জলাভূমি সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রজাতির জীবনচক্র ও মরশুম বুঝে সংগ্রহ করা জরুরি। চাহিদা বাড়লে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রজনন ও লালনপালনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News
 In-Depth Analysis
 Expert Opinions

Local & Global Stories
 Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krcimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally
Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krcfoundation.org



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>



GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

